ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

সেশনজট মোকাবিলায় পিছিয়ে অনেক বিভাগ

সৈয়দ আবুল মুহিত ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র আব্দুল্লা-আল-মাবুদ অপেক্ষায় আছেন স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলের জন্য। জসীমউদ্দীন হলে তাঁর রুমমেট অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র মো. সুমন মিয়াও অপেক্ষা করছেন স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফল হাতে পাওয়ার। তবে পার্থক্য হলো সুমন বিশ্ববিদ্যালয় জীবন (২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষ) শুরু করেছেন আব্দুল্লার এক বছর পর। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের চেয়ে পিছিয়ে গেছেন পুরো একটি বছর।

শুধু বাংলা বিভাগ নয়, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ইংরেজি, ইসলামিক স্টাডিজ এবং লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীরা অর্থনীতি, সমাজকল্যাণ ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে আছেন।

এসব বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উত্তরপত্র মূল্যায়নে দেরি করা, যথাসময়ে ক্লাস ও পরীক্ষা না হওয়া, ফলাফল প্রকাশে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকার কারণে একই শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের মধ্যে সময়ের পার্থক্য থাকছে।

পিছিয়ে থেকে শিক্ষাজীবন শুরু

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বছরের জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের জুন মাসকে শিক্ষাবর্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। সে হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা প্রতিবছরের জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে। এ বছর কোনো অনুষদেই নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শুরু হয়নি। বাণিজ্য অনুষদে ক্লাস শুরু হয় ১৫ জানুয়ারি। সামাজিক বিজ্ঞান ও কলা অনুষদের ভর্তিপ্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি। ক্লাস কবে শুরু হবে, তা এখনো বলতে পারছেন না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিকে বাণিজ্য অনুষদের ক্লাস এরই মধ্যে শুরু হয়ে যাওয়ায় 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বাণিজ্য অনুষদে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছেন।

ক্লাসের অপেক্ষায় থাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরও আগের শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। দর্শন বিভাগের ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছিলেন ২০০৮ সালের ২৫ মার্চ। কিন্তু আগের বছর অর্থাৎ ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শেষ না হওয়ায় তাঁদের ক্লাস শুরু হয়েছে ২০০৮ সালের ২০ এপ্রিল। জানা গেছে, কিছু শিক্ষক সেশনজট কমাতে অতিরিক্ত ক্লাসের পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ের আগে ক্লাস নিতে রাজি হলেও বেশির ভাগ শিক্ষকই এতে অনীহা দেখান। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয় ১৫ মার্চ আর ক্লাস শুরু হয় ১৫ এপ্রিল। বাংলা বিভাগে ১৭ মার্চ ভর্তি শুরু হলেও ক্লাস শুরু হয় ২০ এপ্রিল।

'পুরাতন' বর্ষের ক্লাস শেষের জন্য 'নতুন' বর্ষের অপেক্ষা

সেশনজটের কারণে ক্লাস ও পরীক্ষা শেষে পরবর্তী বর্ষে ওঠার পরও কয়েকটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে ক্লাস শুরু করতে পারছেন না। ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তর পড়ুয়া ২০০২-০৩ বর্ষের ছাত্র কবির হোসেন জানান, আমরা ক্লাসের জন্য দ্বিতীয় বর্ষে দুই মাস, তৃতীয় বর্ষে দেড় মাস এবং চতুর্থ বর্ষে দেড় মাস অপেক্ষা করেছি। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের (নতুন) ছাত্র আতিকুর রহমান জানান, তাঁদের তৃতীয় বর্ষের সমাপনী পরীক্ষা হয়েছে ২০০৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর। কিন্তু অনেক অপেক্ষার পর ক্লাস শুরু হয় ৭ ফেব্রুয়ারি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আতিকুর রহমানের সঙ্গেই ভর্তি হওয়া অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ক্লাস এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের পরীক্ষা শুরু হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। একই শিক্ষাবর্ষের সমাজকল্যাণের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরু হবে ২১ মার্চ। আতিকুর ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'এভাবে অন্য বিভাগগুলো থেকে আমরা প্রায় এক বছর পিছিয়ে পড়েছি।'

জানা গেছে, একেকটি বর্ষের 'পুরাতন' শিক্ষার্থীদের ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বর্ষের 'নতুন' শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিতে আগ্রহ দেখান না শিক্ষকেরা। তা ছাড়া শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকস্বল্পতার জন্য ক্লাস শুরু হয় না।

গত ১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন এই শিক্ষার্থীরা। এদের ভর্তি প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। শিক্ষাজীবন শুরুর আগেই পিছিয়ে গেলেন তারা

চাকরির ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভাগগুলো দ্রুত ফলাফল প্রকাশ করছে, সেসব বিভাগের শিক্ষার্থীরা চাকরির জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আগেভাগে অংশ নিতে পারছেন। বিসিএস পরীক্ষার নতুন সার্কুলারে ২৯তম বিসিএস পরীক্ষার আবেদন করার সময় রয়েছে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত। সময়মতো পরীক্ষা শেষ করতে পারলে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। অথচ একই বর্ষের অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের অনেকের ক্লাস শুরু হয়েছে মাত্র। অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী অপর্ণা হাওলাদার বলেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যান স্যারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাদের পরীক্ষা সময়মতো শেষ করার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন। সব ঠিক থাকলে আমরা ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেব।'

দেরিতে ফলাফল প্রকাশের ঐতিহ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিভাগগুলো দ্রুত ফলাফল প্রকাশ করে এগিয়ে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে নৃবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি অন্যতম। অর্থনীতি বিভাগের ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৮ সালের ২০ মার্চ। পরীক্ষা শেষে অর্থনীতি বিভাগের ফলাফল বেরিয়েছে ২০০৮ সালের ৩ জুন। একই শিক্ষাবর্ষের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালের ৮ নভেম্বর। অথচ ওই বিভাগের ফলাফল এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্নাতক শেষ বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৮ সালের ৮ জানুয়ারি আর ফল বেরোয় ৩০ জুলাই। একই শিক্ষাবর্ষের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক শেষ বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৮ সালের ১২ মার্চ, ফল বেরোয় ২৫ অক্টোবর।

২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। ফল প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের ৯ জুলাই। ইংরেজি বিভাগের ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালের ৫ নভেম্বর। ফল বের হয় ২০০৮ সালের ২৮ জুন। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের লোকপ্রশাসন দ্বিতীয় বর্ষের কোর্স সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৮ সালের ১৮ জুলাই। তাঁদের ফলাফল এখনো বের হয়নি। অথচ এগিয়ে থাকা অর্থনীতি বিভাগের ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক শেষবর্ষের পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৮ সালের ২ জুলাই এবং প্রায় দুই মাসের মধ্যে ১০ সেপ্টেম্বর তাঁদের ফলাফল প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ধারিত সময় না থাকায় বেশির ভাগ বিভাগের শিক্ষকেরা উত্তরপত্র মূল্যায়নে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকেন। চেয়ারম্যানকে শায়েস্তা করতে অনেক শিক্ষক ঢাল হিসেবে পরীক্ষার খাতা সঠিক সময়ে জমা দেন না। আবার অনেকেই খাতা নেওয়ার পর সময়মতো জমা না দিয়ে দেশের বাইরে চলে যান। তাই সময়মতো ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ার দায় এসে পড়ে বিভাগের চেয়ারম্যানের ওপর।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, দেরিতে খাতা মূল্যায়নের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে বারবার সতর্ক করেও লাভ হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শাহনাজ হুদা হুসেন কয়েকজন শিক্ষকের যথাসময়ে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে দেরির কথা স্বীকার করে বলেন, 'আমি চাইলেও সময়মতো শিক্ষার্থীদের ফলাফল দিতে পারছি না। যাঁরা উত্তরপত্র মূল্যায়নে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ারও বিভাগের চেয়ারম্যানের নেই।'

অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বিভাগের বর্তমান ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে এ বছরের মধ্যেই বিভাগে কোনো ধরনের সেশনজট থাকবে না। ছাত্রদের অর্থকষ্ট ও বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগের কথা বিবেচনা করেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন বলেন, 'বছরের প্রায় পাঁচ মাস পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে ক্লাস বন্ধ থাকে। অবশিষ্ট সাত মাস একটা কোর্সের জন্য যথেষ্ট। আর সব ঠিক থাকলে নির্দিষ্ট সময়েই পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব।' তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছুটি কমিয়ে আনা যেতে পারে। আর এ ছুটি কাজে লাগানো যেতে পারে সেশনজট কমাতে। এ জন্য ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

উপাচার্যের কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'সেশনজট বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে সে ব্যাপারে আমরা সচেতন। এবার ভর্তি পরীক্ষা বিলম্বিত হওয়ার কারণে সেশনজট আরও বাড়তে পারে, যেটা অনাকাঙ্ক্ষিত। আবার অনেক কিছু আছে, যেগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।' যথাসময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়নে দেরি করার অভিযোগে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একই সঙ্গে কীভাবে সেশনজট কমানো যায়, সে উপায়গুলো বের করা হবে।